

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

মোবাইলের নিরাপত্তা

বর্তমানে মোবাইল আমাদের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। যেকোন কাজে মোবাইল এর ব্যবহার ছাড়া আমরা অনেকটা অচল। আর এর সুবাদে গ্রেফতার, গুম ও গতিবিধি লক্ষ্য রাখার জন্য তাগুত, পুলিশ-র‍্যাব ও যৌথবাহিনী মোবাইল ট্র্যাকিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে আসছে। এতে আমাদের হয়রানীর শিকার হচ্ছে। তাই এ বিষয়ে সবার সঠিক ও প্রয়োজনীয় ধারণা থাকা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের সব মোবাইল কোম্পানি বিটিআরসি এর আইন অনুসারে গোয়েন্দা সংস্থার কাছে সব সিমের তথ্য প্রকাশ করেছে আইনগতভাবে বাধ্য। তাই আইন শৃংখলা বাহিনী যেকোন সময় কোম্পানির সার্ভারে অনুপ্রবেশ করে যে কোন সিমের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করতে পারে।

তাগুত বাহিনী যেভাবে মোবাইল ট্রাক বা নজরদারি করে

সর্বপ্রথম সন্দেহভাজন সিম নাম্বারটি নিয়ে দেখা হয় সিমটি খোলা আছে কিনা। আর থাকলে এখন কোন জায়গায় আছে? এক্ষেত্রে সিমটি যে জায়গায় খোলা থাকে সেখানে টাওয়ার এর মাধ্যমে মোবাইল ব্যবহারকারীর অবস্থান নির্ণয় করা যায়।

এক্ষেত্রে একটি বিশেষ পোর্টেবল (ব্রাম্যমাণ) ডিভাইস এর সাহায্যে টাওয়ার থেকে সিম কত দূরত্বে আছে তা দেখতে পারে গোয়েন্দা সংস্থা। ডিভাইসটি একেবারে আপনার দেহ পর্যন্ত তাগুত বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে যেতে পারে⁽¹⁾।

যদি সিম বন্ধ থাকে তাহলে সিমের অতীত ইতিহাস জানার জন্য অপারেটরের সার্ভারে প্রবেশ করে ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে নজরদারি করে।

একটি সিম চালু করার পর যে বিষয়গুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে সার্ভারে রেকর্ড হয়ঃ

- ১। ঐ সিমের মালিকের নাম-ঠিকানা, ছবি ও জাতীয় পরিচয় পত্র। (যদি রেজিষ্টার্ড সিম হয়)
- ২। কল লিস্ট (রিসিভ ও ডায়াল্ড), এসএমএস (ইনবক্স-আউটবক্স)।
- ৩। সিমটি নিয়ে ব্যবহারকারী কোন কোন জায়গায় ভ্রমণ করেছিল এবং কত সময় পর্যন্ত প্রতিটি জায়গায় ছিল।
- ৪। সিমটির জন্য যে মোবাইল সেট ব্যবহৃত হয়েছে বা হচ্ছে সেটির IMEI নাম্বার⁽²⁾।

৫। রিচার্জ ও ব্যালেন্স এর হিস্টোরী।

এক্ষেত্রে সাধারণত ভুয়া সিম ব্যবহার করায় সিমের মালিকের নাম-ঠিকানা ও ছবি পাওয়া যায় না। তবে মজার ব্যাপার হলো এই বিষয়গুলোর ব্যাপারে সাধারণত ক্লু রেখে যাওয়া হয়।

১। কল লিস্ট (রিসিভ ও ডায়াল্ড), sms (ইনবক্স-আউটবক্স)

২। সিমটি নিয়ে ব্যবহারকারী কোন কোন জায়গায় ভ্রমণ করেছিল এবং কত সময় পর্যন্ত এক এক জায়গায় ছিল।

৩। সিমটির জন্য যে মোবাইল সেট ব্যবহৃত হচ্ছে সেটির IMEI নাম্বার।

তখন গোয়েন্দা সংস্থা এই তিনটি নিয়ে গবেষণা করে।

১ম পর্যায়: প্রথমত কল লিস্ট থেকে ঐ সিমে ইন্সটলিং ও আউটগোয়িং কল ও এসএমএস এর নাম্বারগুলো সংগ্রহ করে সেগুলো থেকে সন্দেহভাজন নাম্বারগুলোও ট্র্যাকিং এর আওতায় নিয়ে আসা হয়।

২য় পর্যায়: ১ম পর্যায়ে, কোন কিছু পাওয়া না গেলে ২য় পর্যায়ে 'সিমটি নিয়ে ব্যবহারকারী কোন কোন জায়গায় ভ্রমণ করেছিল এবং কত সময় পর্যন্ত এক এক জায়গায় ছিল, তা দেখে ঐ জায়গাগুলোতে স্পাইদের পাঠানো হয় ঐখানে কারা ছিল তা খুঁজে বের করার জন্য।

৩য় পর্যায়: ২য় পর্যায়ে, কোন ক্লু পাওয়া না গেলে ৩য় পর্যায়ে সিমটির জন্য যে মোবাইল সেট ব্যবহৃত হচ্ছে সেটির IMEI নাম্বারটিতে অন্য কোন সিম লাগানো আছে কিনা এটা সার্চ করা হয়। যদি একই মোবাইল সেটে অন্য সিম লাগানো হয় তাহলে IMEI নাম্বার এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীর অবস্থান জেনে ফেলা যায়।

মোবাইলের হয়রানি থেকে পরিত্রানের জন্য করণীয়:

১। ফেইক রেজিস্ট্রেশন সিম ব্যবহার করা।

২। শুধু সিম বা শুধু সেট পরিবর্তন না করে সিম ও সেট উভয় পরিবর্তন করতে হবে। কারণ পুরাতন সিম নতুন সেটে লাগালে তার IMEI পেয়ে যাবে, আবার পুরাতন সেটে নতুন সিম লাগালে তার নাম্বারও পেয়ে IMEI এর মাধ্যমে পেয়ে যাবে^(৩)।

৩। নেটওয়ার্ক থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে চাইলে, শুধু মোবাইল সেট বন্ধ না করে ব্যাটারি বা সিম খুলে ফেলতে হবে। কারণ মোবাইল সেট বন্ধ রাখলেও ব্যাটারী না খুলে ফেললে মোবাইলের BIOS অন থাকে বলে আপনার অবস্থান নির্ণয় করা যাবে।

৪। সিম নিয়ে কোন কোন জায়গায় যাচ্ছেন, কল লিস্ট (রিসিভ- ডায়াল), এসএমএস (ইনবক্স-আউটবক্স-ড্রাফট) এগুলো কিন্তু অপারেটরের সার্ভারে রেকর্ড করা হচ্ছে তাই সতর্ক থাকতে হবে।^(৪)

৫। সেন্সিটিভ (স্পর্শকাতর) কথা মোবাইলে বলবেন না^(৫)। প্রতিটি মোবাইল নাম্বারের ভয়েস কল রেকর্ড হয় ও তা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সার্ভারে সংরক্ষিত থাকে।

৬। অনেক সময় সন্দেহভাজনকে না ধরে তার মোবাইল ট্যাপ (আড়িপাতা)^(৬) করে কথোপকথোন শুনে গোয়েন্দা সংস্থা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। তাই আপনার মোবাইল ট্যাপ হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত হন।

৭। মোবাইল ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তাজ্জিমের দেয়া বিধি-বিধানের উপর পরিপূর্ণ আনুগত্য করা এবং এই সংক্রান্ত নিরাপত্তা জনিত কোন সমস্যা হলে তা সাথে সাথে মাসুল ভাইকে অবহিত করা ও প্রাপ্ত মাসোয়ারা অনুযায়ী পরিপূর্ণ আমল করা।

৮। এয়ার প্ল্যান মুড থেকে সাবধানতাঃ তত্ত্বীয়ভাবে আমরা জানতে পারি যে, মোবাইলে এয়ার প্ল্যান মুড অন করে রাখলে তা সকল প্রকার নেটওয়ার্ক থেকে মোবাইলকে বিচ্ছিন্ন রাখে। কিন্তু এই বিষয়টি আমাদের কাছে ব্যবহারিকভাবে প্রমাণিত নয়। আর বর্তমানে কোন কোন দেশে এয়ার প্ল্যান মুড অন থাকা অবস্থায় ইমারজেন্সি কল করা যায়। তাই এই বিষয়টিতে একটি সন্দেহ থেকেই যায়। তাই আমাদের উচিত এই সন্দেহ থেকে মুক্ত থাকা ও এয়ার প্ল্যান মুডের উপর নির্ভর না করে মোবাইল থেকে ব্যাটারি বা সিম খুলে রাখা।

ইতিকথাঃ

একটি জরিপে জানা গেছে পৃথিবীর প্রায় ৯০ ভাগ মামলা মোবাইলের সূত্র ধরে সমাধান করা হয়। তাই মোবাইলকে জাসুস (গোয়েন্দা) সেটও বলা হয়। কারণ গোয়েন্দাদের অন্যতম প্রধান ২টি কাজ হচ্ছে তথ্য সংগ্রহ করা ও নজরদারি করা। আর এই ২টি কাজই মোবাইল আমাদের অজান্তে করে যাচ্ছে। আমাদের ব্যক্তিগত তথ্য থেকে শুরু করে প্রায় সকল তথ্য মোবাইল সংরক্ষণ করে থাকে।

তাই মোবাইল নামক জাসুস সেট থেকে সাবধান।

(1) বিশেষত মোবাইল ব্যবহারকারী যখন আউট ডোরে থাকেন তখন তাগুত বাহিনী পোর্টেবল ডিভাইসটি ব্যবহার করে তাকে সনাক্ত করার কাজটি করে থাকে। বিশেষ পোর্টেবল ডিভাইসটি দিয়ে আপনার দেহের কাছাকাছি যেতে মোবাইল কম্পানির পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বার বার sms দেয়া হয়। যেন মোবাইল ব্যবহারকারী বার বার মোবাইলটি বের করে sms চেক করে ও তাকে সহজে চিহ্নিত করা যায়। তাগুত বাহিনী ও মোবাইল কম্পানির যোগসূত্রে এই কাজটি করা হয়।

(2) IMEI নাম্বার মানে হচ্ছে International Mobile Equipment Identity নাম্বার। এটা সাধারণত ইউনিক বা স্বতন্ত্র নাম্বার হয়ে থাকে। জিএসএম, ইউএমটিএস, এলটিই এবং আইডিইএন মোবাইল ফোন সনাক্ত করলে এই নাম্বার ব্যবহার করা হয়। সাধারণত প্রায় সব মোবাইল ফোনেই *#০৬# প্রেস করলেই এই নাম্বার দেখা যায়।

(3) কোন IMEI নাম্বার মার্কড করা হলে, তাগুত বাহিনী সেই IMEI এর নাম্বার প্রতিটি মোবাইল কোম্পানির কাছে পাঠানো হয়। তখন কোম্পানিগুলো সার্চ দিয়ে দেখে যে, এই IMEI এ তাদের কোম্পানির কোন সিম চালু আছে কিনা। এইভাবে একই IMEI এ একাধিক সিম ব্যবহার করলেও তা তাগুতের গোয়েন্দারা পেয়ে যায়।

(4) ব্যক্তিগত মোবাইল সেট ভুলেও মিট প্লেনে নিয়ে যাওয়া যাবে না। এতে কোন সমস্যা হলে আপনার মোবাইল নাম্বার মার্কড হয়ে যেতে পারে ও তার সূত্র ধরে আপনার পর্যন্ত পৌছে যেতে পারে।

কোন ভাবে যদি তাগুত বাহিনী আমাদের মিট প্লেন ও টাইমের কথা জেনে যায় তাহল, সেই মিট প্লেনে কাছাকাছি মোবাইল কোম্পানির টাওয়ারগুলো সার্ভার থেকে জানতে পারে যে, এই নির্দিষ্ট সময়ে কোন কোন নাম্বার এই টাওয়ারের আন্ডারে ছিল। সেই নাম্বারগুলোর মধ্যে কোন কোন নাম্বার বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ নাম্বারগুলোর মধ্যে যাচাই বাছাই করে আমাদের নাম্বারগুলোকে সনাক্ত করা হয়। কারণ ওরা জানে যে, আমরা মিট শেষে বা অপারেশন এর শেষে সেই সেট অফ রাখি আর আমাদের ফোনগুলোতে কোন কল হয়না, করলেও তা খুব বেশি না। আর আমাদের নাম্বারগুলো নির্দিষ্ট সময়ে অন হয় অথবা খুব অল্প

সময়ের জন্য অন থাকে। আর আমাদের মোবাইলের কল হিস্টোরি, ম্যসেজ ইত্যাদি সাধারণ মোবাইল ব্যবহারকারী থেকে আলাদা হয়। তাই আমাদের নাম্বার সনাক্ত করা খুব বেশি কঠিন নয়।

যেমনঃ রাজিব হায়দার ওরফে থাবা বাবা এর অপারেশনে একজন ভাই অপারেশন এর সেট থেকে তার পরিচিত একজন দ্বিনি ভাইকে অসতর্কভাবে একটি কল করেছিল। এই কলটি ছাড়া এই অপারেশনে গোয়েন্দাদের কাছে আর কোন ক্ল ছিল না। আর এই একটি ক্ল এর সূত্র ধরে ভাইদেরকে বন্দি করতে সক্ষম হয়।

তাই কাট-অফ সেট ও ব্যক্তিগত সেট সম্পূর্ণ আলাদা রাখা। কাটঅফ নাম্বার থেকে ফ্যামিলি, বন্ধু-বান্ধব বা পরিচিত কারো নাম্বারে এসএমএস, ফোন করা বা এ জাতীয় কোন কাজ করা যাবে না।

(5) নাম বা শব্দের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণঃ

গোয়েন্দা বাহিনী তাদের মেশিনে কিছু শব্দকে নির্দিষ্টভাবে সংরক্ষণ করে থাকে। যেমনঃ ওসামা, জিহাদ, বোম্ব, মাসুল, চুরি, সন্ত্রাসী, বিক্ষোভ, আক্রমণ, হত্যা, অস্ত্র, মদ-গাজা, বোমা, রক্ত সহ এই ধরনের হাজার হাজার শব্দ। পুরো দেশের যে কোন ব্যক্তি এই শব্দগুলো অন্য কোন ব্যক্তির সাথে উচ্চারণ করবে, চাই তা ইচ্ছা করেই হোক বা মজা করে। সাথে সাথেই গোয়েন্দার লোকদের কাছে বাতি বা লাল আলো জ্বলে উঠে ও সাইরেন বেজে উঠে সতর্ক করে যে, এই ব্যক্তি কোন একটা শব্দ উচ্চারণ করেছে। এবং অটোমেটিক তার স্থান, নাম্বার ও কথা ক্রীনে ভেসে উঠে। তখন সেখানে লোকেরা তার পূর্ণ কথাটা শুনে এবং নিশ্চিত হয় যে সে ইচ্ছা করেই বলেছে নাকি মজা করে। যদি ইচ্ছাকৃত বলে থাকে তো নিকটবর্তী থানাতে তার গ্রেফতারের আদেশ পাঠানো হয়। এবং সমস্ত কথোপকথন অটোমেটিক জমা হতে থাকে। এবং গোয়েন্দাদের পক্ষে ২০ বছর পরেও তা শুন্য সম্ভব। কারণ এটা একটা ভান্ডার। এখন আপনি যদি নতুন কোন মোবাইল নেন তাও তারা বুঝবে। শুধু আপনার আগের কঠোর রেকর্ডের সাথে মিলিয়েই। এমনকি আপনার পরিবার বা বন্ধুদের ঠিকানাও তারা বের করতে পারবে।

উদাহরণঃ পাকিস্তানে যদি কেউ এসব শব্দ (উসামা, ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়া, তাম্বুত, ইত্যাদি) ব্যবহার করে আর তাকে সনাক্ত করা হয়, তার উপর ৩ থেকে ৬ মাস নজরদারি করা হয়।

(বি.দ্র. এই প্রযুক্তি তথাকথিত উন্নত দেশগুলোতে বেশি ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশে হয়ত এখনও এই প্রযুক্তি ব্যবহার শুরু হয়নি। তবে তাই বলে এই ব্যাপারে গাফেল না হয়ে আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে।)

(6) মোবাইল ট্যাপ হচ্ছে কিনা তা বুঝার উপায়ঃ

ব্যাটগ্রাউন্ড নয়জ : ফোন ট্যাপ করা হলে বিশেষ করে ফোনে কথা বলার সময় অদ্ভুত রকমের ব্যাটগ্রাউন্ড শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। এমন বিপবিপ শব্দ বা আজব রকমের নয়জ যদি অনর্গল শোনা যায় তবে হতে পারে আপনার ফোনে অন্য কেউ আড়ি পেতেছে। বিশেষ করে কথা না বলে চুপ করে থাকলেও যদি এমন কোনো রকম নয়জ আসে, তাহলে হতে পারে আপনি ফোন ট্যাপিংয়ের শিকার হয়েছেন। আবার দু'প্রান্তের নেটওয়ার্ক বার ফুল থাকা সত্ত্বেও যদি কল চলাকালীন ক্রমাগত কথা কেটে কেটে আসে বা ভয়েস ভেঙে যায় তবে এটিও ফোন ট্যাপিংকেই ইঙ্গিত করে।

ব্যাটারি লাইফ চেক করুন : হঠাৎ করে যদি আপনার ফোনের ব্যাটারির চার্জ অস্বাভাবিকভাবে কমে যায়, তবে তা আপনার ফোন ট্যাপ হওয়ার আরেকটি লক্ষণ হতে পারে। আপনার ফোনকল অ্যাপের সাহায্যে তৃতীয়পক্ষের কাছে পাঠানোর সময় ফোনের ব্যাটারির চার্জ দিগুণ ক্ষয় হয় আর এ জন্যই ফোন ট্যাপ করা হলে ফোনের ব্যাটারির চার্জ দ্রুত ফুরিয়ে যেতে পারে এবং ফোন অস্বাভাবিক গরম হয়ে উঠতে পারে। তবে স্মার্টফোনে একসঙ্গে অনেক অ্যাপ্লিকেশন অন থাকলেও এমনটা হতে পারে।

ফোন বন্ধ করে দেখুন : আপনার ফোন ট্যাপ বা মনিটর করা হলে অবশ্যই ফোনে আজব শব্দ শুনতে পাবেন বা ফোন দ্রুত গরম হয়ে উঠবে কিংবা আপনার ফোন কোনো কারণ ছাড়াই রিস্টার্ট হতে শুরু হবে বা হঠাৎ করে ফোনের আলো জ্বলে উঠতে পারে। এসব হলে বুঝতে হবে আপনার ফোনে নিশ্চয়ই কোনো রিমোট এক্সেস রয়েছে। অর্থাৎ, বাইরে থেকে কেউ আপনার ফোন নিয়ন্ত্রণ করছে। বিষয়টি নিশ্চিত হতে আপনার ফোনটি শাটডাউন করে দেখুন। যদি সম্পূর্ণ ফোন শাটডাউন হওয়ার পরও ক্রীনে আলো জ্বলতে থাকে বা শাটডাউন নিতে অনেক দেরি হয় কিংবা শাটডাউন ফেইল হয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে অবশ্যই কোনো সমস্যা রয়েছে।

ইলেকট্রনিক কলিউশন চেক : লক্ষ করলেই দেখা যায়, ফোন থেকে কল করার সময় ফোনটি যদি কোনো স্পিকারের সামনে থাকে, সে ক্ষেত্রে স্পিকারে অনর্গল নয়জ করতে শুরু করে। তাছাড়া আপনার ল্যাপটপ, আলাদা ফোন, বা টিভিতেও বিপবিপ নয়জ শোনা যেতে পারে। যদি দেখেন, ফোন থেকে কল না করলেও আপনার ফোন স্পিকারের সামনে বা টিভির সামনে নিয়ে গেলে ওই রকম বিপবিপ আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, তাহলে বুঝতে হবে অবশ্যই সমস্যা রয়েছে বা আপনার ফোন কেউ ট্যাপ করে রেখেছে।

হঠাৎ ফোনের টাকা শেষ : সাধারণত স্পাইং অ্যাপগুলো ফোনের ইন্টারনেট ডাটা ইউজ করতে পারে, যদি ফোনে কোনো ডাটা প্যাকেজ কেনা না থাকে, সে ক্ষেত্রে ফোনের ব্যালেন্স দ্রুত শেষ হয়ে যেতে পারে। আর পোস্ট পেইড ব্যবহারকারীদের ক্ষেত্রে মাসের শেষে বিরাট অঙ্কের বিল চলে আসতে পারে। এ ক্ষেত্রে ফোন বিলের বিস্তারিত তথ্য যাচাই করে অসঙ্গতি থাকলেই বোঝা যাবে।

মোবাইল ট্যাপ অকার্যকর করার উপায়:

কোড ব্যবহার: আপনার নম্বরটি অন্য কোথাও রিডিরেক্ট করা থাকলে আউটগোয়িং এবং ইনকামিং ভয়েসকল, মেসেজসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য চলে যাবে অনাকাল্পিত নম্বরে। *#৬২# নম্বরটি ডায়াল করলে জানা যাবে মোবাইল নম্বরটি কোথাও রিডিরেক্ট অর্থাৎ পুনর্নির্দেশিত করা আছে কিনা। যদি থাকে তবে সেই ফোন নম্বরসহ সব তথ্য জানিয়ে দেবে একটি মেসেজ।

মোবাইল ফোন অপারেটরে কার্যকর নম্বর ##০০২#। এই নম্বরে ডায়াল করে যে কোনো ধরনের রিডিরেক্ট বাতিল করা যাবে।